তাহার মণ্ডলের ভিতরে ও বাহিরে অলৌকিক সপ্তাশ্ব রথ প্রভৃতি এবং পরস্পর পৃথকীভূত রশ্মি ও রশ্মির-পরমাণুরূপ বিশেষ আছে। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে সেই সকল বিশেষ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু দেবগণ সকল বিশেষই গ্রহণ করিতে পারেন। সেইপ্রকার কেবল চৈতন্যস্বরূপ বস্তুতেও স্বরূপভূত যে সকল বিশেষ আছে, নির্ভেদ অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধনে সেই সকল বিশেষ গ্রহণ করিতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও বলেন—

জ্ঞানমার্গে লইতে নারে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ।

* * * *

সূর্য্য যৈছে সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।

শ্রীধর স্বামীপাদ—

"এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈঃ" ১০।৩ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"নহি গ্রাহ্যৈঃ সহ ভাবমাত্রগ্রহণে কারণম্ কিন্তু ইন্দ্রিয়াণাং শক্তিঃ সা চ কার্য্যৈকসমধিগম্যা যথা কার্য্যমেব কল্প্যতে, যথা চক্ষুষা রূপগ্রহণে রসাদিগ্রহণং নাস্তি ॥"

গ্রাহ্য বস্তুর সহিত তাহার ধর্ম্মমাত্র গ্রহণ হয় না, কিন্তু ধর্ম্মমাত্র গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণের শক্তির অপেক্ষা আছে। আবার বস্তুগ্রহণের তারতম্য অনুসারে সেই ইন্দ্রিয়শক্তিতে তারতম্য পরিচিত হইয়া থাকে। যেমন—কোনও ব্যক্তি ঘট দর্শন করিতেছে, কিন্তু ঘট দেখিতেছে বলিয়াই ঘটগত নীলত্ব, পীতত্ব, কিংবা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা অথবা গলাটি চিপা কি স্থূল, এসবও গ্রহণ করিতে পারিবে—এরূপ নিয়ম নহে। যাহার যতটা পর্যন্ত চক্ষের বস্তুগ্রহণে সামর্থ, সে ততটা পরিমাণেই বস্তুর সত্তা এবং বস্তুগত ধর্ম্মসকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। আবার ঐ সকল ধর্ম্ম গ্রহণ এবং অগ্রহণের দ্বারাই চক্ষুর দর্শনশক্তির তারতম্য বিবেচিত হইয়া থাকে। অপর দৃষ্টান্ত যেমন—কোনও এক ধনীর গৃহে মণিময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য একটি বৃদ্ধ নিজের পৌত্রটি সঙ্গে করিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধটি যাইয়া শ্রীমূর্ত্তির কেবল জ্যোতিই দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্যোতির অভ্যন্তরে অবস্থিত মধুর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়া আনন্দ উল্লাসলাভ করিতেও পারিলেন না। বালকটি কিন্তু জ্যোতির অভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রীশ্যামসুন্দর মূর্ত্তির অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দর্শন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল। তেমনই জ্ঞানীগণ জ্ঞাননেত্রে স্বরূপগত অনন্ত ধর্ম্ম থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া নির্ব্বিশেষ চিন্ময়স্বরূপই